মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রীধর্ম্ম দাস মিত্র

প্রথম সংস্করণ

— প্রকাশক —

শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

যুবক পুস্তকালয়

১৫।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ডেভেনহাম এণ্ড কোং (১৯৩৮), লিঃ,
১১-সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীমতিলাল বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রা ব ণ,
১ ৩ ৪ ৬

মূল্য—আট আনা

পরিচয়

অনেকদিন আগেকার কথা—।

সেবার দামোদরের বন্যায়, বাঙ্গলা দেশের অনেক গ্রাম ডুবে গিয়েছিল। বন্যা রাক্ষসী ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হ'য়ে, তার মুখবিবরে অসংখ্য নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ ইত্যাদিকে গ্রাস করে ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা কর্‌ছিল। মানুষ, পশু ইত্যাদি অসহায়ভাবে বন্যার কালগ্রাসে আত্মসমর্পন ক'রতে বাধ্য হ'চ্ছিল। খবরের কাগজে এই সংবাদ ঘোষণা করা হ'ল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক

অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে বন্যাপীড়িতদের সাহায্য ক'রতে রওনা হ'ল। এই নিদারুণ সংবাদে, পাঁচটি বালক-বন্ধুর প্রাণ উঠল কেঁদে। তারাও স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখিয়ে রওয়া হ'ল, বন্যাপীড়িতদের সাহায্য ক'রতে। বয়স, এদের পাঁচজনের খুবই কম; তবে প্রাণে এদের সৎসাহসের অভাব ছিল না। হাসিমুখে প্রাণ দিতে এরা প্রস্তুত ছিল সব সময়েই। সবচেয়ে বয়সে বড় ভক্তি; তার বয়স ষোল, সুগঠিত শরীর, মুখে হাসির অভাব কখনও হয়নি। তারচেয়ে কম বয়সের দু'জন, দেবী ও বিনয়। এদের প্রত্যেকের বয়স তেরো কি চোদ্দ; তারচেয়ে ছোট বয়সের দু'জন, দিলীপ আর প্রদ্যোৎ; ছোট ছোট দুটি সাহসী ছেলে বয়সে দুজনেই প্রায় সমান, প্রত্যেকের বয়স এগারো। এদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বোটে ঘুরে ঘুরে এরা বন্যাপীড়িত নিরন্নদের অন্ন, বস্ত্র দিচ্ছিল।—তারপর যখন তাদের কাজ শেষ হ'ল; বন্যার জল যখন কমে গিয়ে নদীতে ফিরে গেল, বন্যাপীড়িতরা নিজেদের আহার বাসস্থানের সংস্থান করে নিল, তখন তারা ফিরে চ'ল্‌ল ঘরে। ষ্টেশনের পথ, মেটে রাস্তা; মাঝে পরে জঙ্গল, নদী। ইচ্ছে ক'রলে গ্রাম থেকে দশবারো মাইল ষ্টেশনের পথটুকু তারা গরুর গাড়ীতে যেতে পারতো, কিন্তু তারা

যায়নি। তারা ভেবেছিল, যে পয়সা তাদের গরুর গাড়ী ভাড়ায় খরচ হবে তা দিয়ে ক'জন বন্যাপীড়িত লোক, অন্ন পেতে পারে। পথে ঘটলো এক বিপদ। ঘনঘটা ক'রে আকাশের বুক ছেয়ে মেঘ ক'রে এল। সেই মেঘের কালো অন্ধকার, সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথে মিশে, তাকে আরও কালো ক'রে তুলেছিল। অন্ধকারের মাঝে, দানবের বিকট গর্জ্জনের মত হুঙ্কার তুলে, পৃথিবীকে এক একবার আলোকিত করে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল। প্রকৃতির এরূপ রুদ্রলীলার ভেতর দিয়ে ভক্তি, দেবী প্রভৃতি ষ্টেশনের দিকে হেঁটে চ'লল। অনিয়ম, ঝড়-বৃষ্টির মাঝে, আর ম্যালেরিয়া পূর্ণ গ্রামে থেকে ভক্তির জ্বর হ'য়েছিল। অত জ্বর গায়ে নিয়ে ভক্তি, দেবী আর বিনয়ের কাঁধে ভর ক'রে ক'রে এগিয়ে চ'লল। পথ যেন আর শেষ হয়না। তার ওপর আবার মাথার ওপর অঝর্ ধারায় বৃষ্টি ঝর্‌ছিল। বৃষ্টির এক একটা ফোঁটা যেন এদের চামড়া ভেদ্ ক'রে শিরায় গিয়ে আঘাত ক'র্‌ছে ব'লে মনে হ'চ্ছিল। বেলা একটার সময় গ্রাম থেকে বের হ'য়ে সন্ধ্যে ছ'টার সময় এরা ষ্টেশনে পৌঁছালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভক্তির জ্বর উঠ্‌ল বেড়ে, চোখ হ'য়ে উঠ্‌ল লাল ; আর ভক্তি ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে শুয়ে, জ্বরের ঘোরে ভুল ব'ক্‌তে সুরু ক'র্‌ল।

রাত্রি আটটার সময় যখন ষ্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছালো, তখন ভক্তির বিকার পুরোমাত্রায় বেড়ে গেছে। কোনো রকমে তাকে ধরাধরি ক'রে ট্রেনের কামরায় তুলে এরা শুশ্রূষায় মন দিল। ষ্টেশনের ঘণ্টা হওয়ার পর সিটি দিয়ে ট্রেনও ছাড়লো।

মৃত্যুর সাথে ছিনিমিনি

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেনখানা ছুটে চলেছে, তীরের বেগে। নীচে শোনা যাচ্ছে ট্রেনের চাকার অশেষ প্রকার নাচনের শব্দ। ট্রেনের কামরার মধ্যে, ভক্তি প্রলাপ বক্‌ছে, "মা মা !···

"উঃ, কি বান, চারিদিকে শুধু জল; মাটি যেন সমুদ্র হ'য়ে উঠেছে। জলের অভাবে মানুষ মরে; কিন্তু আজ মর্‌ছে, জলের অতিরিক্ততায়। মানুষ, পশু অসহায় ভাবে মর্‌ছে; চেয়ে দেখ্‌ছি, কিন্তু বাঁচাবার উপায় নেই। এই বাঙ্গালার লোকেরা চেয়েছিল জল; কিন্তু আজ— "water, water on all sides;—but not a drop to drink"—যারা জল চেয়েছিল, তারা আজ কোথায় —জলেই মরেছে !"

ভক্তির এই অসংলগ্ন কথাগুলি বিনয়দের প্রাণে শিহরণ জাগিয়ে তুল্‌ল।—কম্পিতকণ্ঠে দেবী ব'লে ওঠে, "ভক্তি চুপ্ করো ভাই, বানের জল নদীতে নেমে গেছে; আমরা ঘরে ফিরে চ'লেছি।"

ভক্তি কিছুই বুঝ্‌তে পারেনা, ভ্রূ কুঁচ্‌কে সে ব'লে ওঠে…"অ্যাঁ।"

আবার—সেই অসংলগ্ন কথা।—"আমাকে ছেড়ে দাও বিনয়, দেবী। তোমরা আমায় ধরে রেখোনা; ঐ যে গাছের ওপর বসে দুটি অসহায় ছেলে সাহায্য চাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে; বন্যা-রাক্ষসীর করাল গ্রাস থেকে ওদের বাঁচাতে দাও।"

বিনয়দের হাত শিথিল হ'য়ে আসে। এবং তাদের শিথিল হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে তাদের বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে ভক্তি ট্রেনের কামরায় থেকে, সাঁতারুর মত করে হাত দুটি বাড়িয়ে লাফিয়ে পড়ে। এরা হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। যতই হোক, ছোট ছেলে তো; তাদের ধৈর্য্য আর কতটুক্।—ভক্তি, কামরার থেকে লাফিয়ে পরতেই এদের জ্ঞান যেন ফিরে এল। সেই মুহূর্ত্তে দেবী ট্রেনের কামরার "বিপদ সঙ্কেত" শিকল ধরে ঝুলে পর্‌ল; ট্রেনও খানিক এগিয়ে থেমে গেল।

ট্রেন থাম্‌তেই বিনয়, দেবী প্রভৃতি কামরার থেকে লাফিয়ে প’রে ভক্তির পানে ছুট্‌লো। ভক্তির জ্ঞানহীন দেহটাকে কোলে তুলে নিয়ে বিনয়ের প্রাণ কেঁপে উঠল। তার মনে হ’ল, ভক্তি যদি না বাঁচে তবে খড়্গপুরে ফিরে তারা শুনবে ভক্তির মায়ের বুকফাটা আর্ত্তনাদ—“আমার বক্ষের নিধি, বিধবার একমাত্র সন্তানকে কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে এলে ?”

ভক্তির কপাল ফেটে রক্ত পড়্‌ছিল। একটা রুমাল বের করে ট্রেনের একজন যাত্রীর কাছ থেকে জল নিয়ে রুমাল ভিজিয়ে বিনয়, ভক্তির ক্ষতস্থানে নিঙ্‌ড়ে দিল।

গার্ড তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক’রল—ব্যাপার কি ?

তারা গার্ডকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। তারপর ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠল। ট্রেন চ’লতে সুরু ক’রলে পর দুটো কাবুলি দুর্ব্বোধ্য বুলিতে হয়ত তাদের জন্য সমবেদনা জানাতে জানাতে কামরাতে এসে উঠ্‌ল।

খানিক পরে ট্রেন যখন দ্রুতগতিতে চল্‌তে আরম্ভ ক’র্‌ল তখন কাবুলি দুটো ভক্তির পকেট হাতড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে।
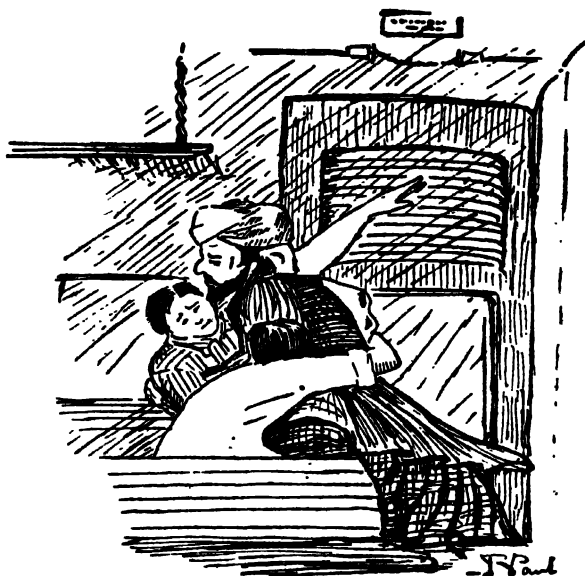
ক্ষণমধ্যে বিনয়দের সঙ্গে কাবুলি দুটোর ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হ'য়ে গেল। পড়ে রইল ভক্তির সেবা শুশ্রূষা। দেবী, বিনয় প্রভৃতি বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বীরের মত, কাবুলি জোয়ান দুটোর সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত ঠিক্ সেই সময়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ট্রেনের গতি কমে এসেছে। এদের

চেঁচামেচিতে অনেক লোক জড়ো হ'য়ে যাওয়ায় কাবুলি দুটো আত্মসমর্পন ক'রতে বাধ্য হ'ল।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেবী, বিনয় প্রভৃতি দেখল, যে ষ্টেশনে তাদের ট্রেন থেমেছে সেটা বিনয়দের গ্রামের ষ্টেশন।

খড়্গপুর যাওয়া হ'লনা তাদের। ভক্তির জ্বর সারিয়ে পর ফিরে যাবে এই প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে সকলে সেই ষ্টেশনেই গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। কাণে তালা ধরিয়ে জোরস্বরে সিটি দিয়ে লৌহযান খানা ষ্টেশন থেকে বের হ'য়ে গেল।

বিপদের-হাতছানি

গ্রামের ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ীতে ধীরে ধীরে ভক্তির জ্ঞান ফিরে এল। বিনয়দের গ্রামে গিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে চাঁদসদাগরের লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধারের চেষ্টা ক'রবে কিনা; তাই নিয়ে এদের তর্ক চল্‌ছিল।

বিনয় জোর গলায় ব'লল, "এত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েও কি তোমাদের আশা মিটলো না, তাই আবার বিপদকে বরণ ক'রতে চাও? সেখানে পদে পদে বিপদ। বিপদ কি তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে?"

ভক্তি ধীরে ধীরে কাঁপা গলায় ব'লল, "যত বিপদই থাকুক আমি তা বরণ ক'রবো, বিনয়! তোমাদের যদি যেতে ইচ্ছা না থাকে, যেওনা। আমি কাল সন্ধ্যায় ঠাণ্ডার সময় হেঁটে এই ছয় মাইল পার হ'য়ে তোমাদের গ্রামে যাবো।

ভক্তিকে এরা সবাই ভাল ভাবেই চিনতো। ভক্তির কথার কখনো নড়চড় হয় না। তারা বাধ্য হয়ে চুপ্ ক'রে গেল।

পরদিন সন্ধ্যা—চারিদিক কালো আঁধারে আবৃত। যেন কেহ সারাটা প্রকৃতির গায় কালি মাখিয়ে দিয়েছে। মেটে রাস্তার ওপর দিয়ে গো-গাড়ী খানি চলেছে। এক একবার গাড়িখানি লাফিয়ে উঠে পেটের মধ্যের যন্ত্রগুলিকে আলোড়িত ক'রে দিচ্ছিল। ভক্তি ব'লল, "এই গাড়োয়ান! গাড়ী থামাও, আমি হেঁটে যাবো। গরুর গাড়ীতে যাওয়া আমার পোষাবে না।"

গাড়োয়ান, বিনয় প্রভৃতি তাকে ব'লল, "এই যায়গায় বড্ড বাঘের ভয়, তুমি এই যায়গায় নেবোনা। এই যায়গাটা পার হ'য়ে গিয়ে নামবে।

ভক্তি ব'লল, "আমাকে ভয় দেখিওনা বিনয়, আমি ভীতু নই। যতক্ষণ আমার কাছে একটা লাঠি থাকবে ততক্ষণ আমি যে কোন প্রকারে হ'ক আত্মরক্ষা ক'রতে সমর্থ হব।

ভক্তি গাড়োয়ানের কাছ থেকে মোটা লাঠিটা চেয়ে নিয়ে নেমে প'ড়ল।

খানিক পরেই ভক্তির আর্ত্তনাদ শোনা গেল। "বিনয়

দিলীপ ; আমাকে বাঘে ধরেছে ; বাঁচাও—ক্ষমা ক'রো তোমাদের কথা শুনিনি।" আর কিছু শোনা গেল না।

বাঘের চোখের মধ্যে লাঠির লোহা বাঁধা সরু দিকই চালিয়ে দিলাম।

বিনয়রা ছুটল ভক্তির সন্ধানে কিন্তু তা'র কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ঘণ্টা দশ চারিদিকের বন জঙ্গল ঘাঁটাঘাটির পর এরা নিরাশ হ'য়ে প'ড়ল। তারপর ধীরে ধীরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

চারিদিক তখন একটু ফর্সা হয়েছে। দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই আবছা অন্ধকারে তারা দেখ্‌ল একটা মনুষ্য মূর্ত্তি তাদের দিকে আগিয়ে আস্‌ছে।

সেই মুহূর্ত্তে তারা শুনতে পেল, "দেবী, বিনয়, দিলীপ, প্রদ্যোৎ বড্ড বেঁচে গেছি ভাই! ভক্তি ফিরে এসেছে মৃত্যুর কবল হ'তে।"

বিনয়রা ভগবানের উদ্দেশ্যে একবার মাথা নত ক'রে ভক্তির দিকে ছুট্‌ল। পাশের ডোবা থেকে জল নিয়ে ভক্তির ঘাড়ে বাঘের দাঁতের দ্বারা ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল; তারপর গাড়ীতে গিয়ে উঠল। ভক্তি ব'লতে সুরু ক'রল।

"আমি গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে আসবার সময় একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পিছন দিক থেকে ঘাড়ে কামড় অনুভব ক'রলাম; পরমুহূর্ত্তে যখন দেখ্‌লাম যে আমাকে একটা বাঘ ঘাড়ে ক'রে ছুটছে তখন চীৎকার আরম্ভ ক'রলাম। বাঘ আমাকে পিঠে নিয়ে ছুটতে লাগল ঝোপ, ঝাড় ডিঙ্গিয়ে, জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, আমি হাতের লাঠিটা একহাতে ধরে অপর হাতে বাঘের গলাটা জড়িয়ে ধরে বাঘের একটা চোখের মধ্যে লাঠির লোহা বাঁধা সরু দিকটা চালিয়ে দিলাম। বাঘটা যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে একটা ঝাঁকানি দিলে আমি পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, পড়ে গেলে বাঘটা আবার আমাকে তুলে নেবে। সেই জন্য বাঘের পিঠে

থেকে পড়ে গেলাম না। ক্রমশঃ বাঘটা তার গুহার মধ্যে পৌঁছে আমাকে ফেলে দিয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হয়ত জলের খোঁজে চলে গেল। বাঘ বাবাজী ভাবলেন যে এর আর উঠবার ক্ষমতা নেই! কিন্তু তিনি ভেবেও দেখলেন না যে এ ছেলে যমের অরুচি!

আমি গুহার মধ্যে আস্তে আস্তে উঠে বস'লাম। তারপর হাতড়াতে গিয়ে হাতটা একটা বাঘের বাচ্ছার গায়ে ঠেকতেই চমকে উঠে ভাবলাম এটা বোধ হয় আর একটা বাঘ। কিন্তু পরে বুঝলাম সে দুটো বাঘের বাচ্ছা। আস্তে ক'রে তুলে নিয়ে বিড়ালের মত বাচ্ছা দুটোকে কাপড়ের পুটলি বেঁধে নিলাম আর অন্ধকারের মধ্যেই কতকগুলো চক্‌চকে জিনিষ কুড়িয়ে নিলাম। তারপর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এসে হঠাৎ জঙ্গলের বাহিরে রাস্তা খুঁজে পেয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছিলাম।" এই ব'লে ভক্তি কাপড়ের পুটলিটা ঝেড়ে দিতেই বাঘের বাচ্ছা দুটো আর অনেকগুলো সোণার গহনা বেরিয়ে পড়ল। বিনয়রা চম্‌কে উঠে ব'লল "ধন্য সাহস ভাই, তোমার।"

ভক্তি বাঘের বাচ্ছা গুলোকে গাড়ী থেকে নীচে ফেলে দিয়ে ব'লল "যাও বাছারা আর খানিক হ'লেই তোমাদের মার দয়াতে আমার শরীরের দুএক খণ্ড মাংস তোমাদের ভাগে পড়তো, তা যখন পড়েনি তখন, তোমরা এরপর সরে পড়।"

মৃত্যুর গ্রাস

বিনয়দের গ্রামে পৌঁছে এরা লুপ্তস্মৃতি আবিষ্কারে বের হ'য়েছে।

"এই ঝোপ ঝাড় পূর্ণ মাটির স্তুপই সাঁতালী পর্ব্বত। এখানেই লখিন্দরকে সাপে কামড়িয়েছিল।" বিনয় ব'লল।

ভক্তি ব'লল "কুড়ুল এনেছি ; চল পথ তৈরী ক'রে ওপরে উঠা যাক।"

বিনয় ব'লল লখিন্দরকে কামড়াতে যদিও সাপকে অনেক নাকাল হ'তে হ'য়েছিল কিন্তু আমাদের কামড়াতে তাকে মোটেই কষ্ট ক'রতে হবেনা। ঝোপের আড়াল থেকে এক ছোবল দিলেই শেষ।"

দেবী ভক্তিকে ঠাট্টা ক'রে ব'লল "ভক্তি না হয় বাঘের চোখে লাঠি ঢুকিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছে এবং সাপকেও কোনরকমে এড়িয়ে বাঁচবে, কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপন্ন হবে।"

ভক্তি ব'লল "সে ভয় নেই হে ; ভক্তি বন্ধুদের বিপদের মুখে ফেলে পালাবে না।"

ভক্তি কুড়ুল দিয়ে ঝোপ কেটে কেটে রাস্তা করে সাঁতালী পর্ব্বতে উঠছে আর বাকী সকলে তার পিছনে

পিছনে উঠছে। ভক্তি এক একবার চেঁচিয়ে ব'লছে "সাবধান কাঁটা।"

বিনয় ব'লল "এই প্রকাণ্ড পাথরটা দেখছ এটাতে বেহুলা পিঠুলি বেঁটেছিল. এইটের ওপর এক টুক্‌রা ইট ঘসে টিপ্‌ নাও।

যেই মাত্র দেবী একটুক্‌রো ইট পাথরটার ওপর ঘসতে যাবে ওমনি তিন দিক থেকে তিনটে প্রকাণ্ড কেউটে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ফণা তুলে দাঁড়াল। কি তাদের নিশ্বাসের জোর। ভক্তি ব্যতীত সকলেই হতভম্ব। ভক্তি ব'লল একটা বাঁশী আছে কারো কাছে ?

বিনয় পকেট থেকে তার আড় বাঁশীটা বের ক'রে দিল ভক্তি ধীরে ধীরে বাজাতে সুরু ক'রল। তাদের ঠিক পেছনে একটা গাছের গুঁড়ি। ভক্তি ইসারা ক'রল "তোমরা একে একে গাছের উপরে উঠে যাও।"

বাক্যব্যয় না ক'রে সকলে ধীরে ধীরে গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে ভক্তি তখনও বাঁশী বাজিয়ে চলেছে আর সাপ তিনটে ফণা তুলে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে ভক্তির দেহ ধীরে ধীরে অবশ হ'য়ে আসছে তা তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তিনটী কাল্ ভক্তির মুখের সামনে দাঁড়িয়ে। 'মৃত্যু যেন তাকে ব'লছে আর দেরী কেন, এস, আমার মুখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়; ঐ কালই যে তোমার নিয়তি।"

ভক্তি বুঝ্তে পারল, যদি সে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে যায় তবে সাপ তিনটে তাকে ছোবল মেরে, তার জীবন-প্রদীপ নিবিয়ে দেবে। আর যদি সে রিভলবার দিয়ে গুলি ছোড়ে তবে একটা সাপ মরবে, বাকী দুটো তাকে আক্রমণ ক'রবে। ভক্তি চারদিকে চাইতেই তার দৃষ্টি প'ড়ল তার পিছনের একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তে, গর্ত্তটা আলোকিত। তখন তার মনে বুদ্ধি খেলে গেল, যখন মৃত্যু নিশ্চিত তখন সে এই গর্ত্তের মধ্যেই লাফিয়ে পড়বে, আর গর্ত্তটা যখন আলোকিত তখন বাহিরে বেরুবার পথ নিশ্চয় আছে।

ভক্তি ঝাঁপিয়ে প'ড়ল গর্ত্তের মধ্যে, আর সাপ তিনটে তার পিছনে পিছনে তাড়া করল। খানিকটা গিয়েই একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরের কাছে গর্ত্তটা শেষ হয়ে গেল।

ভক্তি ছুটে পাথরটার ওপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেখল যে সাপগুলো তখনও ছুটে আসছে। ভক্তি যে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়েছিল সেইটের ওপর থেকে দেবীরা যে গাছটায় চড়েছিল, সেই গাছটার ডাল হাতের নাগালের

মধ্যে আছে। ভক্তি গাছের ডালটা ধ'রে ঝুলে ওপরে উঠল। সাপগুলীও ডাল বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ ক'রছে। ভক্তি এক নিঃশ্বাসে ব'লে গেল, "দেবী, বিনয়, দিলীপ প্রদ্যোৎ, নীচে যে দামোদর থেকে কাটা খাল রয়েছে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়।"

প্রদ্যোৎ ব'লে উঠল "আমি যে সাঁতার জানি না ভক্তি দা।"

দেবী, দিলীপ, বিনয় প্রভৃতি খালের জলে লাফিয়ে প'ড়ল আর ভক্তি প্রদ্যোতকে ধ'রেই লাফিয়ে পড়ল!

একি ?

সকলে সাঁত্‌রে চলেছে। সন্ধ্যা তখন তার কালো আঁচলটা বিছিয়ে ফেল্‌ছিল! মেঘের গায়ে দু একখণ্ড সাদা কালো মেঘ খেলা ক'রছিল। সারাদিনের পর ছেলেদের দেখতে পাবে ব'লে কাক পাখীরা আকুল আগ্রহে

বাসার দিকে ফির্‌ছিল। প্রকৃতি যেন দিনের আলোতে তার কাপড়ের ওপরের জরীর কাজগুলি দেখাবার সুযোগ না পেয়ে রাত্রির অন্ধকারে সেগুলি দেখাবার সুযোগ খুঁজ্‌ছিল।

বিনয় বল'ল "এই দেখ খালের ওপরের পোল। এখান থেকে ঐ পাশেই রয়েছে চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির! আর এপাশে ঝোঁপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছাব।"

ভক্তি ব'লল "চল, শিবমন্দিরটী দেখেই যাওয়া যাক্‌। ওখানে তো আর কোন ভয় নেই।

বিনয় ব'লল "এখানে যে সব জিনিষ রাত্রের অন্ধকারে দেখতে পাবে তার কাছে সাঁতালী পর্ব্বতের ওপর ঐ সাপও তুচ্ছ ব'লে মনে হবে।"

"তবে তো আমি নিশ্চয় যাবো" ভক্তি ব'লল।

পোলের থাম গুলো ধ'রে ধ'রে এরা সকলে ওপরে উঠল। দেবী কই। সকলে বিস্মিত হ'য়ে জলের দিকে চাইল। দেবী জলের ওপরে নেই। রাত্রির অন্ধকার তখন চারিদিকে ছেয়ে ফেলেছে। জলের ওপর টর্চ্চ ফেলে দেখা গেল ঠিক পোলের নীচটায় জলের ওপর বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে।

ভক্তি জলের মধ্যে লাফিয়ে প'ড়তে যাচ্ছে এমন সময় দেবী সঙ্গে একটা কাক নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠল। টর্চ্চের আলো তাদের ওপর ফেলা হ'ল। সকলে দেখল দেবী একটা ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে পোলের থামের ওপর দাঁড়িয়েছে। ভক্তি নেমে গিয়ে ছেলেটাকে পোলের ওপর নিয়ে এল, তারপর, দেবী ওপরে উঠে এসে ব'লল যে সে যখন সাঁতরে আস্ছিল তখন সে ছেলেটিকে পোলের ওপর থেকে প'ড়ে যেতে দেখে জলের নীচে ডুব মারে আর অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলেটিকে তুলে আনে।

বিনয় ব'লল, একে ত আমি চিনি। ওই পাশের এক ব্রাহ্মণের একমাত্র সন্তান। ছেলেটীকে পোলের ওপর প্রদ্যোতের কাছে রেখে এরা খালেরই পাশে একটা হাত পা ধুতে নামলো।

পাশেই খাল। মাঝে একটা ছোট্ট বালির চর প'ড়ে খালটাকে দুটো ভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছে। তারা সকলে চড়ার ওপরে মুখ হাত ধুচ্ছে। হঠাৎ দিলীপ ব'লে উঠল "একি! আমার কড়ে অঙ্গুলে এ চেনটা জড়ালো কি করে।"

দিলীপ এই কথা ব'লতে ব'লতে পড়ে গেল।

বিনয় দেবী প্রভৃতি তাকে ধরে ফেলল। আর বিনয় চেঁচিয়ে ব'লে উঠল "ভক্তি, দিলীপের কড়ে আঙ্গুলটা ছুরী

দিয়ে কেটে ফেল, না হ'লে আমাদের সকলকে এই রকম ভাবেই জলের নীচে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে।"

উঃ কি! সেই চেনের টান। বিনয় আর দেবী দুজনে মিলেও দিলীপকে আটকে রাখতে পাচ্ছিলনা। বিনয় ছুরি বের ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে দিলীপের ক'ড়ে আঙ্গুল কেটে ফেল্ল। দিলীপ যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে উঠল।

মন্দিরে বিভীষিকা

পোল থেকে একটা ছোট আঁকা বাঁকা পথ মন্দির পর্য্যন্ত চলে গেছে দুপাশে ঝোপ ; একে রাত্রির অন্ধকার তার ওপর আবার চারিদিকে গাছ পালায় ঢাকা ; সেইজন্য

অন্ধকারটা আরো জমাট বাঁধা; ঝিঁঝিঁ পোঁকাগুলো এক টানা সুর টেনে চলেছে। ভক্তি আর দেবী, দিলীপকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আর ছোট ছেলেটী প্রদ্যোৎ আর বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলে চুপ্ চাপ্। মন্দিরের পাশেই একটা বহুদিনের পুরাণো বটগাছ তার চারদিকে ঝুলে পড়েছে অনেকগুলো শেকড়; তাতে বটগাছটাকে বৃদ্ধ ঋষির মতই দেখাচ্ছিল।

মন্দিরের বারান্দার ওপর দাঁড়াতেই মনে হ'ল কে যেন খুবই পাশে কার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। ভক্তি মন্দিরের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেল্লে ভিতরে কিছুই দেখা গেল না, শুধু জমাট অন্ধকার। বিনয়ের কাছে একটা টর্চ্চ ছিল সে তারই আলো মন্দিরের ভেতর ফেলল। কিন্তু ভিতরে শিবলিঙ্গ আর কতকগুলি ফুল বেল পাতা ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে পাওয়া গেল না।

বিনয় ব'লল "চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। ঐ বড় বটগাছটা দেখছো ওতে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। আমার মনে হয় তার মধ্যে ডাকাত কিম্বা চোর লুকিয়ে আছে। দিনে তারা ঐখানে লুকিয়ে থাকে আর রাত্রে চুরি ডাকাতি ক'রতে বেরোয়। আমরা এখানে থাকলে আমাদের জীবন বিপন্ন হ'তে পারে।"

ভক্তি ব'লল বাঙ্গালী ভীতু জাত ব'লে জগতের কাছে পরিচিত। এটা মিথ্যা নয় কেননা এই তো এখনই তুমি পালিয়ে যেতে চাইছিলে। এটা কি ভীরুতার পরিচয় নয়? এখনো বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা খুবই কম; একদিন আসবে যখন প্রত্যেক বাঙ্গালী ব'লবে "এ মৃত্যু নয়, মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন।"

কথা কয়টি ভক্তি এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেলল বিনয় ভীষণ অপ্রস্তুত হ'ল। ভক্তি আবার ব'লল "বিনয় তোমার টর্চ্চটা আমাকে একবার দাও। আমার সঙ্গে রিভল্‌ভার আছে ভূত, প্রেত, দৈত্য দানব যেই হোক আমি তা দেখতে চাই।"

ভক্তি, বিনয়ের কাছ থেকে টর্চ্চটা নিয়ে বটগাছটার দিকে আগিয়ে গেল, তার সাদা জামাটা অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যাচ্ছিল তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

বিনয়, প্রদ্যোৎ, দেবী, দিলীপ প্রভৃতি সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষণিক পরেই গাছের গুঁড়িটার ভিতর কাদের ঝটাপটি'র শব্দ তাদের কানে গেল। প্রথমটা সে ভয়ে এবং বিস্ময়ে একপাও নড়তে পারলো না। পরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তারা বটগাছটার পানে ছুট্‌লো। কিন্তু

তখন ঝটাপটি থেমে গেছে। ভক্তিও সেথায় নাই। আর গাছের গুঁড়িটার ভিতরে এবং বাইরে জমাট অন্ধকারের আধিপত্য, এমন সময় আলো নিয়ে কারা মন্দিরের দিকে আসতে লাগলো তারমধ্যে বিনয়ের কাকার গলার স্বর বিনয় প্রভৃতির পরিচিত।

তাঁরা সমস্তই শুনলেন, এবং তাঁদের মধ্যে দুজন লোক বটগাছটার গহ্বরের মধ্যে নামলেন।

মিনিট পনেরো পরে তারা ওপরে উঠে এসে এই খবর দিলেন যে গাছের গুড়িটার থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে সেই পথের যে শেষ কোথায় তা তাঁরা জানেন না। তবে তাঁরা ভিতরে গিয়ে দেখে এসেছেন যে সেটা এত অন্ধকার যে তার মধ্যে দিয়ে এই লণ্ঠন নিয়ে গেলেও অন্ধকারে চোখে ধাঁধা লাগে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সকলে বাড়ী ফিরল। বিনয় প্রভৃতি ভাবতে লাগল যে, "ভক্তি যদি বেঁচে থাকতো তবে সে তার সাহসের পরিচয় দিয়ে জগতের কাছে বাঙালীর ভীরু নামের খানিকটা লাঘব ক'রতো। কিন্তু সে যে কোথায়, সে বেঁচে আছে না নেই তার কোন ঠিকানা নেই। তারা সকলে বিনয়দের বাড়ীতে। ছোট ছেলেটিকে তার নিজের বাড়ীতে পৌঁছে দিল।

'সুড়ঙ্গপথে'

পরদিন তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। অন্ধকার তখনও দূর হয় নাই। পাখীরা তাহাদের বাসায় চীৎকার সুরু ক'রেছে।

ভক্তির জন্য চিন্তায় সারা রাত বিনয়দের ঘুম হয় নাই। এই ভোরের সুন্দর বাতাসে চোখগুলি আপনা হতেই বন্ধ হ'য়ে আসছিল। কিন্তু আর শুয়ে থাকা হ'ল না একটা টর্চ্চ সঙ্গে নিয়ে আর গোটা তিন লাঠি হাতে ভক্তির উদ্ধারের জন্য পথে বার হ'লো। তখন সবেমাত্র ভোর হ'য়েছে। সেই জন্যরাস্তায় দু একটী রাখাল গরু নিয়ে চরাতে যাচ্ছে। এ ছাড়া অন্য কারুকে পথে দেখা যায় নাই দুই পাশে ঝোপ ঝাড় মাঝে পায়ে হাঁটা সরু কাঁচা রাস্তার মধ্যে দিয়ে তারা পোল পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছিল।

বিনয় গাছের গুঁড়িটার ওপর উঠে গহ্বরের মধ্যে টর্চ্চের আলো ফেলে ব'লে উঠল, "তেমন স্পষ্ট তো কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে এস সকলে গহ্বরের মধ্যে নেমে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভক্তির উদ্ধার কিম্বা সন্ধানের চেষ্টা দেখি। বিনয় আগে টর্চ্চ হাতে নামলো আর তার পিছনে পিছনে দিলীপ, দেবী প্রভৃতি সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলো।

বাইরে তখন হয়ত সকাল হ'য়ে গিয়াছে; কিন্তু সুড়ঙ্গের মধ্যে গাঢ় অন্ধকারে তা বোঝা যাচ্ছিল না। সাম্‌নে বিনয় টর্চ্চের আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে আর প্রদ্যোৎ প্রভৃতি কখনো বা তার পিছনে কখনো বা পাশাপাশি ভাবে চলেছে।

সুড়ঙ্গ পথটী বেশ প্রশস্ত সহরের ছোট ছোট গলির মত। তারা সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আর খানিক দূর গিয়ে দেখলো একটা দরজা। দরজা ঠেলে দেখ্‌লো ভিতর থেকে খিল দেওয়া। ভিতরে কারা কথাবার্ত্তা ব'লছিল তারই আওয়াজ বাইরে শোনা যাচ্ছিল। দরজার কাছে এসে সুড়ঙ্গটা দরজাটার দুইপাশ দিয়ে চলে গেছে। এরা ভাবলো যদি তারা দুইদিকে যায় এবং পথের সন্ধান পেয়ে চেঁচিয়ে অন্য দিকের বন্ধুদের জানাতে যায় তবে বিপদ ঘটবে। সেইজন্য এরা দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে দুইদিকে চলে গেল এবং

একটা দড়ির দুই দিকের গোড়া দু পাশের দুজনে ধরে ধরে ভিতরে ঢুকবার পথের সন্ধানে চ'ললো। নিয়ম করা রইল যে যারা আগে পথের সন্ধান পাবে তারা দড়ি ধরে টান দিয়ে সঙ্কেত ক'রলেই অপর পাশের সকলে গিয়ে সেই দলের সঙ্গে মিলিত হবে।

কিয়ৎদূর গিয়েই বিনয়দের দল দেখতে পেলো যে ওপরে একটা জানালা দিয়ে আলো বাইরে আসছে তখন তারা দড়ি ধরে টান দিল। দিলীপ আর প্রদ্যোৎ সঙ্কেত বুঝতে পেরে বিনয়দের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

গায়ের রক্ত হীন

বিনয় আনন্দে লাফিয়ে উঠে ব'লল "কেল্লা ফতে, ভক্তিকে আমরা উদ্ধার করেছি ভেবে নাও। আর স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এলেও আমাদের আর বাধা দিতে পারবে না। ওপরের জানলাটা দেখছো তো ওতে গরাদ নেই একবার আমরা কাঁধে চেপে চেপে জান্‌লা নাগাল পেয়েছি তো আর কি! ভক্তি নিশ্চয় এখানে আছে। বিশ্বাস না হয় বাজি রাখো।"

দেবী, প্রদ্যোৎ প্রভৃতি ব'লল মুখে তো খুব চাল চালছো! আগে ভক্তিকে উদ্ধার করো তবে অন্য কথা। ক্ষুধাতেও পেটটা চোঁ চোঁ কর'ছে।

দেবী প্রদ্যোৎ প্রভৃতি বিনয়কে কাঁধে ক'রে তুলে দিল। বিনয় জানালার ওপর থেকে একবার ভেতরের দিকে চাইতেই তার মুখটা ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। সে ধীরে ধীরে ব'লল

"ওরে ভাই কাজ নেই এখন পালিয়ে প্রাণটা বাঁচাই, পরে কয়জন বয়ঃপ্রাপ্ত লোককে নিয়ে এসে ভক্তির উদ্ধার করবার চেষ্টা ক'রলেই হবে।"

দেবী প্রদ্যোৎ প্রভৃতি তাকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে যখন ব'লল, "নে এই সাহস নিয়ে তুই আবার গর্ব্ব করিস। তুই একা ফিরে যা, আমরা ভক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো" বিনয় বেচারা চুপ্ ক'রে গেল।

দেবীরা নীচের থেকে জিজ্ঞাসা ক'রল "ভেতরে কি রয়েছে বল দেখি ?

বিনয় কাঁপতে কাঁপতে ব'লল "কতক গুলো নরকঙ্কাল আর তারই মাঝে একটা চাদর ঢাকা কি রয়েছে।"

দেবী ও দিলীপদের মনে যদিও ভয় হ'ল। তথাপি তারা সেটা প্রকাশ ক'রতে পারলো না। কারণ একটু আগেই তারা বিনয়কে ভয় পাওয়ার জন্য একচোট বকুনি দিয়েছে। তারা ব'লল "রেখেদে তোর নরকঙ্কাল এই সুড়ঙ্গের বাইরে হয়ত এখন দুপুর আর সুড়ঙ্গ মধ্যে অন্ধকার ব'লেই কি দিনদুপুরে এখানে ভূত আসবে ? এসব বদমাইসদের কারসাজি। চারদিকে কয়টা নরকঙ্কাল রেখে মাঝখানে ভক্তিকে অজ্ঞান ক'রে কম্বল ঢাকা দিয়ে রেখেছে।"

দেবী, দিলীপদের ব'লল "আমাকে জানালার ওপরে তুলে দেনা ভাই, আমি ভেতরে ঢুকে এখনি ভক্তিকে নিয়ে আসছি!"

দেবী হেসে ব'লল, "সে কথা আর ব'লতে হয়, আমি দেবী দাস ঘোষ!"

দেবী বার হ'লো বারান্দায় কপাটের আড়াল থেকে। খোলা প্রকাণ্ড বারান্দা। তাই দিয়ে দেবী এগিয়ে চলল দস্যুদের কক্ষের পানে। কক্ষের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, দুজন দস্যুই ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। তাদের নাকের ধ্বনি বাইরে থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ঘরটার চারপাশে ভিতরের দিকে চেয়ে দেবী দেখল একটি ছাড়া সেই ঘরের আর দরজা নেই। একটি জানালা, যেটির সামনে দেবী দাঁড়িয়েছিল, সেটির গরাদগুলি লোহার, সেই জন্যই বেশ মজবুত।

দেবী এগিয়ে গেল দরজার দিকে তারপর ধীরে ধীরে দুটি কপাটকে টেনে এনে বন্ধ করে দিল, তারপর দিল শিকল চাপিয়ে। সেই সময়ে তার চোখে পড়ল পাশেই একটা দা পড়ে রয়েছে। সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এবং ভগবানকে যেমন সে প্রণাম করতে যাবে তাঁর দয়ার জন্য, ঠিক সেই সময়ে পিছন দিক থেকে কে তাকে জোরে গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরল।

দেবীর শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। সে চেষ্টা করল ছাড়াতে সেই দুর্ব্বৃত্তের হাত কিন্তু ছাড়াতে পারলো না। একবার ধস্তাধস্তির মধ্যেই যখন সে দাখানার নাগালের মধ্যে চলে এসেছে সেই সময় তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সে দাখানা

হাতে তুলে নিল তারপর জ্ঞানশূন্য পাগলের মত দাখানা ছুড়ল পিছনের দিকে। আক্রমণকারী ধূলায় লুটালো।

দেবী পিছন ফিরে দেখল দাখানা আততায়ীর মাথায় লেগেছে ; সে তখন জ্ঞানশূন্য। দেবী চারদিকে চেয়ে নিল একটি মুহূর্ত্ত। সেই সময় সে দেখতে পেল, রান্না-ঘরের বারান্দায় দড়ি দিয়ে শিকে টাঙ্গানো রয়েছে। ছুটে গেল রান্না ঘরের বারান্দায়। ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল কেউ নেই ; যাকে দেবী দা দিয়ে আঘাত ক'রেছে সেই হয় ত রাঁধুনী। শিকেটায় দেবী নিজে ঝুলে পড়লো। অতটা ভার সহ্য করতে না পেরে শিকে ছিঁড়ে গেল। দেবী দড়িটা এনে লোকটার হাত দুটো পিছনের দিকে টেনে বেঁধে দিল। তারপর পা দুটো বেঁধে দিল। নিজের পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখ বেঁধে দিল।

দেবী উঠতেই, তার দৃষ্টি দস্যুদের কক্ষের জানলায় পড়ায় সে শিউরে উঠলো। জানলার ওপারে দস্যুদের চারটে চোখ তখন অগ্নিবর্ষণ করছে। কিন্তু দেবীর মনে হ'য়ে গেল তখন দস্যুদের সে ক্রোধের কোনই মূল্য নেই কারণ তারা তখন "বন্দী।"

ভক্তির উদ্ধার

দেবী বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় পাশের একটা জানলায় একটা হাসিমাখা মুখ ভেসে উঠে ডাকল, "ভাই দেবী ! দেবী আনন্দে উচ্ছসিত হ'য়ে বলে উঠল "ভক্তি !"

দেবীর মনে হ'তে লাগল এ মানুষ না দেবতা, মৃত্যুকেও এ মোটেই ভয় করে না। মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে এ হাসতে পারে কি ক'রে। ভগবান হয়ত একে নূতন ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তাই এ জানেনা.....ভয় কাকে বলে।

কিন্তু তখন আর ভাববার সময় ছিল না। সেই মুহূর্ত্তে হয়ত এমন কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে যাতে ভক্তিকে উদ্ধার করাও অসম্ভব আর দেবীর প্রাণহীন দেহ লুটোতে পারে ধূলায়। দেবী মন থেকে সমস্ত ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিল। এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে কি করা যায়, তারপর এগিয়ে গিয়ে দাখানা নিল নিজের হাতে।

ভক্তির কক্ষের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। দা দিয়ে তালাটার ওপর উপরি উপরি আঘাত করায় তালাখানা ভেঙ্গে গেল। দেবী ছুটে ঘরে ঢুকল তারপর হাতে ধরে টানতে টানতে ভক্তিকে বাইরে নিয়ে এল। তারপর ভক্তিকে কোন কথা বলতে না দিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে দেশলাই বের ক'রে এনে রান্নাঘরের খড়ের চালে আগুণ জ্বালিয়ে দিল, একবারও ভাবল না যে সমস্ত ঘরে আগুণ জ্বলে উঠলে তারা নিজেরাই বা বাঁচবে কেমন ক'রে।

দেবী জানলায় উঠল আর সেখান থেকে একটা দড়ি ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দিল তারপর দড়ি বেয়ে ঘরের মধ্যে নেমে, কঙ্কালগুলোকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে চাদর ঢাকা জিনিষটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেবীর বুকের ভিতর তখন কে যেন হাতুড়ি পিটছে গা ঘেমে উঠছে তথাপি মনের মধ্যে জোর এনে সে চাদরটা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মত কি যেন একটা ঘটে গেল। দেবী ভিতরে চেঁচিয়ে উঠল "মাগো!" জানলার থেকে কাঁপতে কাঁপতে বিনয় পড়লো বাইরে প্রদ্যোতের ঘাড়ে, দিলীপ প্রদ্যোৎ আর বিনয় ছুটতে লাগল সুড়ঙ্গের পথে; মাথায় গায়ে আঘাত অগ্রাহ্য ক'রে।

চাদরটা খুলেই দেবী দেখলো কোথায় বা ভক্তি আর কোথায় কি, সেটা একটা চাদর ঢাকা নরকঙ্কাল। চাদরটা সরিয়ে ফেলতেই নরকঙ্কালের দাঁত বার করা মুখটা বেরিয়ে প'ড়লো। দেবা স্থির থাকতে পারলো না, চীৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লো।

মুক্তি পথের খোঁজে

দেবী পড়ে থেকেই মনকে প্রবোধ দিতে লাগল, "আর পড়ে থেকে লাভ কি, এর পর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। তবে যদি মরতেই হয় বীরের মত মরবো।

এই রকম এলোমেলো চিন্তা ক'রতে ক'রতে দেবীর মনে একটু সাহস হ'লো। সে উঠে দাঁড়িয়ে একবার চার দিকটায় ভালো ক'রে চেয়ে নিল। যে দড়ি বেয়ে দেবী ভিতরে নেবেছিল সে দড়ি তখনো ঝুলছে। ভক্তির চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে প'ড়লো এবং সে মাথা নত ক'রে কিছুক্ষণ বিড় বিড় ক'রে কি ব'লল। হয়ত বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানতও ক'রলো। তারপর দড়িটার পাশে এসে দাঁড়াল তখনো তার মুখে হাসি। হায়রে হতভাগ্য ; ঈশ্বর তোমার প্রতিকূল, তোমার উদ্ধারের উপায় কোথায়! সে দড়িটা ধরে ঝুলতে যাবে এমন সময় দড়িটা ধীরে ধীরে তারই হাতের টানে নেমে এলো আর দেবী হতভম্বের মত বসে প'ড়ল। আবার সে একবার চারদিকটায় চেয়ে নিল। হঠাৎ তার চোখে প'ড়ল একটা ছোট্টো দরজা।

এমনি সময় ঠিক সেই ঘরটারই বাইরে কাদের পদশব্দ ও কথার আওয়াজ পাওয়া গেল। দেবী তাড়াতাড়ি দড়ি-গাছি সঙ্গে নিয়ে ছোট্টো দরজাটা খুলে চোর কুঠরীর মধ্যে আশ্রয় নিল। আর কান খাড়া ক'রে বড় ঘরটার মধ্যে আগন্তুকগুলোর কথাবার্ত্তা শুনতে লাগল। "কেউতো আমাদের ফাঁদে পড়েনি দেখছি; যে ছোকরাটীকে ধরে এনেছি ও বড় ধড়িবাজ; কোথায় বাড়ী কি বৃত্তান্ত কিছুই ব'লছে না, চুপ্‌চাপ্‌ বসে রয়েছে। কথা ব'ল্লে ঘাড় নাড়ে। ছেলেটা বোধ হয় বোবা; না হয় কালা। আজ যদি সে বিনয়দের বাড়ীর কোথায় কি আছে না বলে তবে ছোঁড়ার শরীর কেটে কেটে নূন দোব।

বক্তা পাশের লোকটীকে বললেন, "কি হে রামলাল, তোমার কি মত?

রামলাল বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে জানাল তাহারও ঐ মত।

দেবী চোর কুঠরীর মধ্যে লুকিয়ে স্থিরভাবে এদের আলোচনা শুনছিল। কিন্তু দস্যু বক্তার এইবারের কথাটায় সে মনে প্রাণে শিউরে উঠল। সে ভক্তির চাতুরী জানত এবং ভক্তিকেও ভাল ক'রে চিনত। কিন্তু এইবার তার মন তাকে যেন বলে দিল, ভক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও,

বন্ধু, আর মৃত্যুকে বিদ্রূপ করিও না। দস্যু সর্দ্দার তোমার শরীরের স্থানে স্থানে কেটে তাহাতে নূন দেবে। একদিকে তোমার প্রাণ আর বিনয়দের বাড়ীর সমস্ত অর্থ দস্যুর করতলগত। একটা যে কোন পথ বেছে নিও। আমি এখানে থাকিয়াও তোমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।

দস্যু দুইজন ঘর হইতে ধীরে ধীরে বের হ'য়ে গেল, দেবীও তাহাদের পিছনে পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লল। দস্যুরা সেই ঘর হইতে বারান্দায় নামিয়া সোজা চ'লল। দেবী ভাবলো, যদি সে বারান্দা দিয়া যায় তবে ধরা পড়ে যাবে এবং তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। সে দেওয়ালের গা ঘেসে ঘেসে দরজার আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো দস্যুরা কোথায় যায়, আর এক একবার দেখতে লাগলো চারদিকে চেয়ে কেউ তাকে দেখছে কিনা।

দস্যুরা বারান্দারই পাশে, দেবী যেখানটায় লুকিয়ে ছিল তার প্রায় পনের গজ দূরে একটা কপাট দিয়ে ঘরে ঢুকল। দেবী দেখল এই সুবর্ণ সুযোগ, এই সময় কেউ কোথাও নেই। সে যদি গিয়ে দস্যুদের ঘরের কপাটটী বন্ধ করে দেয় বাইরে থেকে, তবে দস্যুদের বার হওয়া মুস্কিল হবে

আর সেই সময়টুকুর মধ্যে সে বাড়ী ঘরগুলোয় ঢুকে ভক্তির সন্ধান করতে পারবে।

দেবী ভাবল, "তাতে বিপদ অনেক আছে। সেই ঘরের যদি অন্য দরজা থাকে তবে দস্যুরা সেই দরজা দিয়ে বার হয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু কি করবে সে তা না হলে। এ রকম ভাবে কতক্ষণইবা সে লুকিয়ে থাকতে পারবে। সে প্রাণপণে ডাকতে লাগল ভগবানকে, —"হে ভগবান! তুমি আমায় বুদ্ধি দাও, আমায় শক্তি দাও যাতে আমি আমার বন্ধুকে উদ্ধার করে আমার স্নেহময়ী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে পারি।

দেবী মনের মধ্যে শক্তি পেল, তার মনে হ'ল মরতে একদিন হবেই, হয় আজ না হয় আর একদিন। তাই বলে আজ আমাদের মৃত্যু ভয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে তা হ'তে পারে না। (আমরা প্রতাপের স্বদেশবাসী, এখনও রাজপুত বালক বাদলের শোনিত যুদ্ধক্ষেত্রের বালিতে মিশে রয়েছে; উড়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত ভারতের বুকে, উচ্চ কণ্ঠে ডেকে ব'লছে, "ভারতবাসী জাগো।)

ঘরে যখন আগুন জ্বলে উঠেছে। ঘরের ভিতরের দস্যুরা প্রাণভয়ে চীৎকার ক'রছে তখন দেবী বলল রান্না-ঘরের বাঁপাশে একটা দরজা আছে, তা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তখন ভক্তির চোখে ভয়, বিস্ময়ের ভাব চলাভেরা করছে, সে উচ্চৈস্বরে বলে উঠল, "বন্ধু আমাকে বাঁচালে কিন্তু অমলাকে ত বাচাতে পারলে না। তবে আমিও বাঁচতে চাই না, আমি এই আগুনে জীবন বিসর্জ্জন দোবো।"

আমারই কক্ষের পাশের ঘরে একটী কাতর আর্ত্তনাদ একটী ছোট্ট করুণ কণ্ঠস্বর, মনে হয় যেন পাগল, দিন রাত চীৎকার ক'রছে। আমার নাম অমলা, এরা আমায় ধরে এনেছে নওগ্রাম থেকে। আমার বাবা জমিদার। গয়ণা সব নয়েছে তবু আমায় এরা ছেড়ে দেবে না। আমাকে বন্দী করে রেখেছে···।

ভক্তির চোখদুটি জ্বলে উঠল। ওপাশের ঘর গুলিতেও তখন ভাল ভাবে আগুন লেগেছে। ভক্তি যেন পাগল হ'য়ে গেছে। সে ছুটে ঢুকল রান্না ঘরে। ময়দার বস্তা থেকে ময়দাগুলি মাটিতে ঢেলে দিল। খাবার জলের হাঁড়িতে বস্তাটা নিল ডুবিয়ে। তারপর ছুটে বাইরে এসে কাপড় খুলে ফেলে দিল। ভেতরের প্যাণ্টটি পরা থাকল।

সমস্ত গায়ে বস্তার জলটা নিয়ে নিল। তারপর উঠে পড়ল বস্তাটা গায়ে জড়িয়ে বারান্দার ওপর। যেখানে চারিদিকে আগুন জ্বলছে।

ভেতর থেকে একটি মেয়ে জানালার গরাদগুলো ভাঙ্গবার বৃথা চেষ্টা ক'রছে আর আর্ত্তনাদ ক'রছে···"কে আছ আমায় বাঁচাও! ভগবান!"

ভক্তি বাইরে থেকে ব'লল "ভয় নেই অমলা···আমি আছি বোন।"

তখন ভক্তির চারিদিকে আগুন, দরজাও তালা বন্ধ, মেয়েটি ভেতরে, দেবী দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। ভক্তির মাথার মধ্যে চিন্তার আগুন জ্বলে উঠল। সে পকেট থেকে টেনে বের করল তার রিভলভার তারপর তালার মুখে রিভলভারের সমস্ত অগ্নিউদ্গারণী শক্তি নিয়োগ করে তালাটা ভেঙ্গে ফেলল।

শেকল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে সে ঠিক ক'রতে পারল না কোথায় অমলা রয়েছে। চারিদিকে ধোঁয়া আর আগুনের খেলা, তারমাঝে হাতড়ে হাতড়ে ঠিক ক'রতে না পেরে সে ডেকে উঠল···"অমলা।" উঠে এস, চারিদিকে আগুন। একটী বালিকা কণ্ঠে উত্তর এল "যাই দাদা"।

পরমুহূর্ত্তেই বারো তেরো বৎসরের বাঙ্গালী বালিকা অমলা ঝাঁপিয়ে প'ড়ল তার দাদার কোলোর ওপর।

...ভক্তি অমলাকে কোলে নিয়ে ছুটে বের হ'য়ে এল ঘর থেকে। তার স্থানে স্থানে আগুনের আঁচ লেগে পুড়ে গেছে অমলার চুলে আগুন ধরতে স্থুরু করেছিল। তার

হাতে আঁচ লেগে খানিক পুড়ে গিয়েছে। কিন্তু তারা যে প্রাণে বেঁচে আগুনের ভেতর থেকে ফিরে এসেছে এইজন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ। ···অমলা ভক্তি ও দেবীর দিকে লক্ষ্য করে ব'লল, "এই ডাকাতরা বড় দুষ্টু নয় দাদা?··· ঠিক ক'রেছ এদের আগুন লাগিয়ে দিয়েছ···কিন্তু দাদা আমি যে আর ঘরের মধ্যের দস্যুগুলোর কাতর কণ্ঠস্বর শুনতে পারছি না; আমার বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে হ'ক তারা সয়তান···তবু তো তারা মানুষ।"

···অমলা; বোন, এখন আর ওদের বাঁচানো আমাদের সাধ্যের বাইরে নইলে আজ তোমার এই কাতর কণ্ঠস্বর শুনেও আমরা ওদের রক্ষা না ক'রে পারতাম না। কিন্তু চারিদিকে আগুনের মাতামাতি···কি ক'রে ওদের বাঁচাই! "চল ভাই আমরা এর পর পালিয়ে যাই"···ভক্তি ব'লল!

ঠিক সেই সময়ে বাইরে অনেক লোকের গলার আয়য়াজ পাওয়া গেল। এরা রান্নাঘরের পাশের দরজাটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল, সে যায়গাটা পূর্ব্বে তারা দেখেনি।

সামনেই বয়ে যাচ্ছে দামোদর নদীর জল। পাড়-গুলোর অনেক জায়গায় নদীর জলের আঘাত লেগে লেগে ভেঙ্গে গিয়েছে। এপারের কিছু দূরে ঘন বন। অনেক দূরে একটা পাহাড়। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন দূরে, ঐ পাহাড়ের

ওপরে। পাখাগুলো নানারকম আওয়াজ ক'রতে ক'রতে বাসায় ফিরে চলেছে মুখে হয়ত এক মুখ খাবার নিয়ে চলেছে বাসায় ফিরে বাচ্ছাদের খাওয়াবে। প্রকৃতি দেবী তখন নূতন রূপ ধরেছেন মনে হ'চ্ছে একটু পরেই তিনি তাঁর মুখে, কালোর ওপর জরীর চুমকি দেওয়া রাত্রি সাড়ীর আঁচল টেনে ঘোমটা দেবেন...।

...ওপাশে তখন খুব হৈ চৈ সুরু হ'য়েছে ডাকাতদের অনেকে হয়ত নিজেদের ঘরে গিয়েছিল। ফিরে এসে কাণ্ড দেখেই তাদের চক্ষু স্থির। চারদিকে আগুনে ছেয়ে ফেলেছে। তারা ভাবছে যে ছেলেগুলো হয়ত এতক্ষণ পুড়ে সুটকি মাছের মত আকার ধারণ ক'রেছে। ...অমলা সেই দিকে চেয়ে হেসে ব'লল বলত ভক্তিদা ওরা কি বোকা, ওদের তোমরা দুজনে কি চালটা চেলে এলে। ভক্তি আর দেবী একসঙ্গেই বলে ঠল...আমাদের অমলা বোনটি সব জানে।

অজগরের বজ্র বাঁধন।

এদিকে দেবীরা যখন দস্যুদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। ঠিক সেই সময় ভুল সুড়ঙ্গ পথ ধরে দিলীপ প্রদ্যোৎ আর বিনয় গিয়ে ঢুকেছে সেই জঙ্গলের মধ্যে। কি ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর গাছের গুঁড়িগুলো দৃষ্টির গতিকে বাধা দেবার জন্য সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা দূরের জিনিষও দেখা যায় না এরা ভেবে পেল না। কি ক'রবে, কোন দিকে যাবে, পথ ভোলা হ'য়ে এরা ঘুরে বেড়াতে লাগল জঙ্গলের ভেতরে। বুকটায়ও ক্ষণে ক্ষণে ভয়ে কেঁপে ওঠে। পাতার ওপর খড় খড় শব্দ হ'লেই মনে হয়, বাঘ আসছে ঘাড়ের ওপর প'ড়ল ব'লে।

রাত্রির অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে পুরোমাত্রায় চারিদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার, বনের মধ্যে সে অন্ধকার আরও বেশী জমাটবাঁধা। দূরে এক-একবার হিংস্র পশুর গুরুগম্ভীর গর্জ্জন শোনা যায় আর এরা শিউরে উঠে। ঠিক ভয়ে নয়। একেবারে তারা নিরস্ত্র। একমাত্র আমকাটা ছুরিটী পকেটে আছে। যদি কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে, তবে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে। তিনটি নিঃসহায় বাঙ্গালী বালক নিরস্ত্র। বুদ্ধিমান ভক্তি যার জন্য তারা এতগুলি বিপদ এড়িয়ে এসেছে সেও দস্যুর কবলে বন্দী। দেবী যে কোথায় তা তারা জানে না চমৎকার, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করাও তাদের পক্ষে বাতুলতা।

তারা যখন এইসব এলোমেলো ভাবছে, ঠিক সেই সময় অতি নিকটে শুনতে পেল হিস্-স্-স্, শব্দ আর সঙ্গে ভেসে উঠল অন্ধকারের মাঝে দুটি অগ্নিবর্ষি চোখ ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। তারা ছুটতে পারল না একপাও। স্থির হ'য়ে সেইখানে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। এক মূহূর্ত্ত পরেই প্রকাণ্ড একটী অজগর দিলীপকে বেঁধে দিল লেজ দিয়ে। দিলীপের মনে হ'ল তার হারগুলো সব গুঁড়িয়ে গেল।

...দিলীপ চেষ্টা করতে লাগল, ফি করে সাপটার বাঁধন

হ'তে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে ; আর প্রদ্যোৎ আর বিনয় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভয় বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে।

দিলীপ অজগরের বাঁধনের মধ্য থেকে আর্ত্তনাদ করছিল আর বিনয় আর প্রদ্যোৎ সেই মাত্র সাপটা দিলীপের দিকে মুখ নামিয়ে কামড়াতে যায় অমনিই গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দিয়ে সাপটার মুখে আঘাত ক'রছিল আর চীৎকার করছিল।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ বাণীর মত তাদেরই কিছু দূরে ডাক শোনা গেল...বিনয়, প্রদ্যোৎ, দিলীপ তোমরা কোথায় ?

এরা উত্তর দিল, ভক্তি-দা আমরা স্বয়ং কালের মুখে ...আমাদের বাঁচান। পায়ের ধ্বনি আরও নিকটে এল। একটি মুহূর্ত্ত বিনয়দের কত যুগ ব'লে মনে হ'তে লাগল। টর্চ্চের আলোর ফোকাস্ তাদের ওপর এসে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, দেবী ও দিলীপদের অপরিচিত অমলা, সেখানে উপস্থিত হ'ল। কিছুক্ষণের জন্য ভক্তি, দেবী প্রভৃতি হতভম্ব হ'য়ে রইল। কি ক'রবে ভেবে পেল না। সাপটা বার বার মুখটা দিলীপের দিকে নামিয়ে তাকে কামড়াতে যাচ্ছে, প্রদ্যোৎ আর বিনয় তার মুখটাতে আঘাত করতেই সে মুখটা তুলে নিতে বাধ্য হ'চ্ছে।

...বুদ্ধিমান ভক্তি হেসে নিল একবার। কি জন্য সেই জানে। হয়ত তার রিভল্ভারের গুলিতে সাপটার কি দুর্দ্দশা হবে সেই ভেবে। তারপর পকেট থেকে রিভল্-ভার বের ক'রে সাপটার মুখে টর্চ্চের আলো ফেলে পর পর তিনচারটা গুলি ক'রল। সুন্দর তার রিভলভার চালনার দক্ষতা। একটা গুলিও তার ব্যর্থ হ'ল না বা দিলীপের গায়ে লাগল না।

প্রথম দুটী গুলি খেয়েই সাপটা ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু আর দুটো গুলি খেয়ে পরও তার শক্তি থাকলো না একটুও সে ঘাড়টা নীচের দিকে ক'রে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

অজ্ঞান দিলীপ তখনও তার বাঁধনের মধ্যে। ভক্তি প্রভৃতি যখন দেখল সাপটা মরে গেছে, তখন তারা সকলে মিলে টানাটানি ক'রে সাপের বাঁধন থেকে দিলীপকে মুক্ত ক'রে ফেলল।

ভক্তিরা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে তারা সকলে মিলে নদীর জলের সাহায্যে দিলীপের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার ইচ্ছায় তাকে তুলে নিয়ে চ'লল।

চোরাবালি

রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা চলেছে দিলীপকে তুলে নিয়ে নদীর দিকে। একবার ক'রে টর্চ্চের আলো সামনে ফেলে তারা পথ দেখে নিচ্ছে। বড় বড় ঘাসের আঘাতে তাদের পা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে উঠল, সেদিকে তাদের মোটেই মন নেই, তাদের একমাত্র চিন্তা কেমন করে তারা তাদের বন্ধু দিলীপের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবে।

সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে চলেছে, কারও মুখে একটী কথা নেই। অমলা আর চুপ্ ক'রে থাকতে পারল না। সে ব'লতে সুরু ক'রল, "আচ্ছা ভক্তি আর দেবীদার সঙ্গে ত' পরিচয় হ'ল, বাকী যারা এখানে আছেন তাঁদের নাম কি কি?"

ভক্তি ব'লল, "এখানে আমি আর দেবী ছাড়া বাকী তিনজন আছেন তাঁদের নাম, বিনয়, দিলীপ আর প্রদ্যোৎ। অমলা ব'লে উঠল, কি ব'ললেন; বিনয়? তাঁর বাড়ী কি এই পাশের গ্রামেই, নয়?

ভক্তি ব'লে উঠল, "হুঁ"। ...অমলা ব'লল বা বিনয়-দা আপনি কিন্তু বেশ লোক, নিজে ত' বেশ চুপ

ক'রে রয়েছেন আর আমি যে এতক্ষণ ধরে কথা ব'লছি তাও আপনি চিন্তে পারলেন না? ...হুঁসিয়ার।

টর্চ্চ জ্বলে উঠল আর তারা দেখতে পেল যে তারা ঠিক নদীর কিনারায় গিয়ে পৌঁচেছে। আর এক পা বাড়ালেই নীচে বালিতে সকলে গিয়ে প'ড়ত আর দু'এক জনের হাত পাও যে ভাঙ্গতো সে বিষয় সন্দেহ নেই।

টর্চ্চের আলো ফেলে তারা দেখল, নদীর অনেকখানি দূরে জল, জলের নিকট পর্য্যন্ত বালি, দেখলে মনে হয় বালিগুলি মোটেই ভিজে নয়।

অমলা ব'লল, "টর্চ্চটা আমার হাতে দিন তো আমি আগে নদীর বালিতে নামি, তারপর আমার পিছু পিছু আপনারা নামবেন।"

অমলা নদীতে নেমেই চীৎকার ক'রে উঠল, "ভক্তি-দা আমি যে ভেতরের দিকে নেমে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচান।"

ভক্তির বুকটা কেঁপে উঠল ক্ষণেকের জন্য তার মনে পড়ে গেল দামোদর নদীর চোরাবালির কথা। তার মধ্যে পড়ে অনেক হতভাগ্য গরু, বাছুর এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত তলিয়ে গেছে, হয়ত পাতালে গিয়ে তাদের মৃতদেহ পৌঁচেছে। চট্ করে তারা দিলীপকে মাটিতে শুইয়ে দিল। এদিকে অমলার হাতের টর্চ্চ নিবে যাওয়াতে

সমস্তই অন্ধকার, অমলা যে কোথায় তা তারা জানে না।

কিন্তু এরা দেবেনা অমলাকে তলিয়ে যেতে; তাকে যেমন ক'রে হ'ক এরা বাঁচাবে; তাতে শত সহস্র বিপদ এমন কি মৃত্যু এসেও যদি এদের আলিঙ্গন ক'রে যায় তথাপি এরা পশ্চাদপদ হবে না।

ভক্তি, দেবী প্রভৃতি একসঙ্গে বলে উঠল, "অমলা, বোন তুমি কোথায়?" অমলা উত্তর ক'রল, "আমি আপনাদের ঠিক নীচে, চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি, বাঁচান।

ভক্তি তার সবল হাতখানা নীচের দিকে বাড়ালো। অন্ধকারের মধ্যে অমলার হাতখানা ক্ষণেকের জন্য তার হাতের মধ্যে এসে নাগালের বাইরে নীচের দিকে নেমে গেল। ভক্তি শুয়ে পড়ল তীরের ওপর একনিঃশ্বাসে ব'লে ফেলল বিনয়, ভাই আমার পায়ের দিকটা একবার চেপে ধরতো। তারপর সে তার শরীরের অর্দ্ধেকটা ঝুলিয়ে দিল নদীর দিকে; অমলার হাত দুখানা চেপে ধরল, তারপর সজোরে তাকে ওপারের দিকে টেনে নিতে লাগল, দূরে শোনা গেল কোন যায়গায় হয়ত নদীর স্রোতে চর ভেঙ্গে প'ড়ল। ভক্তির বুক কেঁপে উঠল, হাতটা শিথিল হ'য়ে আসে ভয়ে, যদি তার শুয়ে থাকা যায়গাটাও ধ্বসে যায়; কিন্তু সে অমলার হাতখানা সজোরে চেপে ধরে তাকে

টেনে তুলল নদীর তীরে।

অমলার সমস্ত শরীর তখন ভয়ে ঘেমে উঠেছে।

এদিকে ফুর্‌ফুরে ঠাণ্ডা বাতাস, ভোরের আগমন বার্ত্তা স্মরণ করিয়ে দিল। ঠাণ্ডা বাতাসে, দিলীপের জ্ঞানও ফিরে আসছিল ধীরে ধীরে। চোখ চেয়েই দিলীপ বলে উঠল শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। ভক্তি, তার শরীর বেশ ভাল করে ডলে দিতে লাগল, যন্ত্রণা দূর ক'রবার জন্য।

আঁধার ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল আর পৃথিবীর সমস্ত জিনিষই অন্ধকারের মধ্য থেকে আবছায়া ভাবে দেখা যেতে লাগল। বোধহয় রজনীরাণী তাঁর সুন্দর মুখের ওপর থেকে তাঁর কালো অন্ধকারের ঘোমটাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলছিলেন আর ঘোমটার ভেতর থেকে তাঁর সুন্দর মুখখানা বের হ'য়ে পড়ে সমস্ত প্রকৃতিকে সুন্দর করে তুলছিল।

এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় এদের ক্ষুধা তৃষ্ণা যে কখনও হ'তে পারে তা এদের মোটেই মনে ছিল না কিন্তু এখন কাজ শেষ হওয়ার পরই তারা সেটা পুরো-মাত্রায় অনুভব ক'রল আর তারই ফলে অবসন্নতায় তাদের শরীর ভরে উঠল।

পিছনে দস্যু

একটা হৈ চৈ শব্দে এরা চমকে উঠল; তারা যে রাত্রির অন্ধকারে নদীতীরে আসবার সময় দস্যুদের আড্ডার এত কাছে চলে এসেছে, তা এরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই এরা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল, এই ভেবে যে তারা যখন দস্যুদের আড্ডার থেকে দূরে রয়েছে, তখন আর দস্যু-দের দিক্ থেকে তারা কোনোরকম আক্রমণ পাবে না। কিন্তু আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে থেকে অস্পষ্ট দৃশ্যমান, দস্যুদের আড্ডা থেকে যখন কয়জন লোক তাদেরই দিকে ছুটে আসতে লাগল, তখন তাদের সে আশা আর টিকে রইল না।

দেবী যদিও ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল, দিলীপের সমস্ত শরীরের যন্ত্রণা তখনও কাটেনি, বাকী, প্রদ্যোৎ, ভক্তি, বিনয়, আর অমলা ক্ষুধায় একেবারে কাতর হ'য়ে পড়েছিল তবুও না পালালে যে উপায় নেই। এবার মৃত্যু তাদের নিশ্চিত। দস্যুরা নিশ্চয় এদের উপর প্রতিশোধ

নেবে আর সে প্রতিশোধ "মৃত্যু" ! এরা ছুটতে সুরু ক'রল দস্যুদের আড্ডার বিপরীত দিকে। কোথায় হয়ত একটা কাঁটা গাছ অনেকটা জায়গা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হ'লে অন্ততঃ কিছু সময়ও ত' লাগবে, সেই সময়টুকুই হয়ত তাদের জীবন মৃত্যুর নির্দ্দেশ করে দিবে। এই ভেবে তারা কাঁটা গাছের ওপর দিয়েই ছুটে চ'লল। কাঁটার আঘাতে যে তাদের পাগুলি ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে উঠল, তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আর থাকবেই বা কি ক'রে, মৃত্যু যে তাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি কোনও গ্রাম নজরে পড়ে না। শুধু বড় বড় ঘাস নদীতীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে ঘন জঙ্গল, যেখানে গতরাত্রের সেই বিপদটার কথা ভেবে তাদের শরীর এখনও শিউরে উঠছে।

তারা জঙ্গলে ঢুকতে পারলো না, এই ভেবে যদি পথ হারিয়ে ফেলে। এদিকে একপাশে নদী যেখানে গতরাত্রে চোরাবালিতে পড়ে একজন মৃত্যুর মুখের কাছে গিয়ে পড়েছিল। আর সামনে যে বড় বড় ঘাসের ওপর দিয়ে তারা ছুটে চলেছিল, তাও বন্ধ, সামনে একটা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরটা উঁচুতে প্রায় ৩০।৪০ ফিট্ হবে। ছোট ছোট

পাথর এমনভাবে এপাশে সাজানো রয়েছে যেন বিধাতা অসহায় এই বাঙ্গালী বালকদের বাঁচাবার জন্যই ঐ পথ তৈয়ার করে দিয়েছেন।

দস্যুরা হয়ত ভাবল এরপর ছোঁড়াগুলো আর পালাতে পারবে না। প্রকাণ্ড পাথরটা তাদের বাধা হ'য়েছে। এরপর পাহারের পাশেই ওরা ধরা পরে যাবে। দস্যুরা পিছনে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এরা ছোট ছোট পাথরগুলোতে পা দিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। দস্যুদের চীৎকার থেমে গেল হয়ত বিস্ময়ে।

এরা যখন পাহারের ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তখন সূর্য্য আকাশের গায়ে অনেকখানি ওপরের দিকে উঠে গেছে। আর সমস্ত পৃথিবীটা আলোয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। এক যাগায় পাথরের গা, খাড়াই হ'য়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। তবে পাথরটা খসখস। উপায়ান্তর না দেখে এরা সেই খাড়াইয়ের ওপরই উঠতে সুরু ক'রল। একবার পা পিছলালেই নীচে পড়ে জীবনের শেষ।

পিছনে শোনা যেতে লাগল দস্যুদের পায়ের শব্দ। ঠিক সেই সময়ে এরা পাথরটার চূড়ায় উঠেছে ওপাশে

কিছু দূরেই একটা গ্রাম। এদের সকলে আনন্দে আত্ম-হারা হ'য়ে একসঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল "গ্রাম"।

পাথরটার কিছুদূরে রাখালেরা গরু চরাচ্ছে আর গাছের তলে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে একজন, আর একজন গ্রাম্য সুরে গান ধরেছে। সেই সময় গ্রাম্যসুরের সেই গানটি এদের প্রাণে খুবই আনন্দ দান ক'রেছিল•••।

"•••আমার বাঁশী, গাইছে আজি,
তোমার গুণগান,
(ওহে) দয়াল ভগবান্। •••"

এপাশে পাথরটা একেবারে খাড়াই হ'য়েই নীচে নেমে গেছে। উপায়ান্তর নেই। এরা প্রত্যেকে দু'হাত দিয়ে খসখসে পাথর ধরে ধরে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়তে সুরু ক'রল। আঘাত কারও লাগেনি কারণ এভাবে কটি ছেলেকে পাহাড় থেকে নামতে দেখে রাখালেরা বাঁশী থামিয়ে ছুটে এসেছিল এবং, এরা নাগালের মধ্যে গেলেই একে একে ধরে নামিয়ে নিচ্ছিল।

চেনা গ্রাম

সকলে নীচে নেমে যেতেই বিনয়, রাখালদের জিজ্ঞাসা ক'রল, "ওরে ওটা কি গ্রাম?"

রাখালেরা ব'লল, "ঔটা 'সোনামুখী' গাঁ বটে বাবু।"

বিনয় উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠল, "সোনামুখী! ও গ্রাম ত' তাহলে আমি চিনি, ওখানে আমার বন্ধু সুকুমারের বাড়ী।

সকলে ব'লে উঠল, "তাই নাকি? ···তবে চলনা ওখানে যাওয়া যাক্। দস্যুরা তখন পাথরের চুড়ায় পৌঁচেছে।

এরা ছুটতে সুরু ক'রল গ্রামের দিকে, প্রদ্যোৎ বেচারা ছোট ছেলে, সে বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছিল। দেবী তাকে পিঠে তুলে নিল। অমলা কিন্তু মোটেই হাঁপায় নি। বাঙ্গালীর মেয়ে, কোনোদিন হয়ত বাড়ীর বারও হ'তে পায় না। সেইজন্যই বোধ হয় যে ঐ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে আনন্দের একটা আস্বাদ পেয়েছিল। এরা পিছনের

দিকে চেয়ে দেখল, দূরে পাহাড়ের ওপর থেকে দস্যুরা ফিরে যাচ্ছে হয়ত তাদের আড্ডায়, কেননা পুলিশ, চৌকি-দারের ভয়ত' তাদের আছে।

অমলাকে একটু রাগিয়ে দেবার জন্যে ভক্তি ব'লল, "দেবী, সোনামুখী গ্রামে পৌঁছে আমরা অমলাকে লোক সঙ্গে দিয়ে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবো, আর আমরা গ্রামের ষ্টেষনে ট্রেনে উঠে খড়্গপুরে ফিরে যাব।"

অমলা ব'লে উঠল, "আবদার মন্দ নয়, আপনাদের কিনা এখুনি বাড়ী ফিরতে দিচ্ছি। ...আমাদের বাড়ী গিয়ে কিছুদিন আপনাদের থাকতে হবে, তবে যেতে পাবেন।"

আর কোনও কথা হ'ল না, কেন না এরা সুকুমারদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে পৌঁছালো। সুকুমার আর সুকুমারের বাবা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কয়টি ছেলের সঙ্গে বিনয়কে দেখে তিনি বিস্মিত হ'লেন এবং আনন্দিতও হ'লেন যথেষ্ট।

বিনয়, কয়েক কথায় তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন তিনি এদের বীরত্বের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হ'লেন।

বিনয়ের বাবা ব'ললেন, "বীরত্ব যদিও তোমরা দেখিয়েছ অসীম এবং স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য তথাপি যেন

আমাদের খামার বাড়ীতে কিম্বা ঐ এঁদোসিনী পুকুরটার দিকে কিছুতেই সন্ধ্যে বেলা যেওনা। আমি একথা তোমাদের জানাতাম না, কিন্তু আমি জানি, তোমাদের সুকুমার বন্ধুটি সবকথাই তোমাদের কাছে বলে দেবে। ঐ এঁদোসিনীতে আর আমাদের খামার বাড়ীটাতে অপদেবতা আছেন।" ...এই ব'লে তিনি দুটি কর যুক্ত ক'রে মাথায় ঠেকালেন।

এরা হেসে উঠল, ব'লল, "অর্থাৎ কিনা ভূত আছে, নয় কি ?" ...দেবী ব'লল।

ভক্তি ব'লল, "কিন্তু দয়াকরে আপনি আমাদের পাঁচজনকে একবার পরীক্ষা করবার অনুমতি দিন। আমরা পাঁচজন,...আমি, দেবী, বিনয়, দিলীপ আর সুকুমার আজ সন্ধ্যেয় ঐ দুটো জায়গাই পরীক্ষা ক'রে দেখব, আমরা কোনোদিন ভূত দেখিনি।"

সুকুমারের বাবা প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গেলেন, এবং দুচারবার নিষেধ ও করলেন। কিন্তু এদের অনুরোধের কাছে তাঁর নিষেধ টিকলো না ; শেষে তিনি মত দিতে বাধ্য হ'লেন।

ভুতুরে এঁদোসিনী

খিদের চোটে ওদের সকলের নাড়িভুঁরি পর্য্যন্ত হজম হ'তে বসেছিল। এখন একপেট খাওয়ার পর ঘুমে চোখগুলি জড়িয়ে এল।

সুকুমারের হুজুগ সব থেকে বেশী। সকলের আগেই সে ঘুম থেকে উঠে ডাকাডাকি সুরু করে দিল, "বিনয় সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে ওঠ,...ভক্তিবাবু, দেবী-দা উঠুন, উঠুন।

এরা ঘুম থেকে উঠে সাজগোছ করে নিল...রিভল্‌ভারের গুলি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল...সুকুমারের বাবার কাছ থেকে কতকগুলো গুলি চেয়ে নিল। তারপর টর্চ্চটা হাতে নিয়ে বের হ'য়ে প'ড়ল এঁদোসিনী পুকুরটার দিকে।

খিড়কির দরজার পাশেই বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো একটানা চীৎকার ক'রে চলেছে। আর এরা ভুত দেখার আনন্দে মশগুল হ'য়ে উঠেছে। ঠিক এমনি সময় মনে হ'ল বাঁ পাশের ঝোপ ঝাড় ঠেলে অন্ধকারটাকে আরো জমাট করে কি একটা প্রকাণ্ড জন্তু বের হ'য়ে তাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।

বিনয়ের মুখ থেকে বের হ'ল, "বুনো শুয়োর"।

সুকুমার ব'লল চুপি চুপি, "ভক্তি বাবু ঐ যে বড় বট-গাছটা অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, আর ওতে সাদা সাদা কি সব ঝুলছে ওইটাই এঁদোসিনী পুকুরটার পাড়ের বটগাছ।

ভক্তি ব'লল, "তাই নাকি?" ...এই ব'লে সে গুলিভরা রিভল্ভারটা শক্ত করে ধরে নিল, দেবা হাতের লাঠিটা একবার লেশ ক'রে দেখে নিল। আর বিনয়, দিলীপ আর সুকুমার তিনজনে নিজেদের মনকে সজাগ ক'রে নিল।

এতক্ষণ এরা সামনের দিকে ভালোকরে তাকায় নি। কেননা বটগাছটার দিকেই এদের নজর ছিল। কিন্তু এখন সামনের দিকে নজর পড়তেই প্রথমে এরা একটু চমকে উঠল, তারপর বিনয় জোর গলায় ব'লে উঠল, "এই মেয়ে লোকটা তোর বাড়ী কোথায়?"

এদের সামনে কিছুদূরে যে স্ত্রীমূর্ত্তিটা আগিয়ে যাচ্ছিল সে কোন উত্তর না দিয়েই চলতে লাগল, যেন সে কোন কথাই শুনতে পায় নি।

সুকুমার কানে কানে দেবীকে ব'লল "আজ অমাবস্যা. তাই আজ এরা আমাদের তোয়াক্কা ক'রছে না।"

দেবী হেসে ব'লল ভয় নেই, বদমাইসটার কারসাজি এখনি ঝেড়ে দিচ্ছি…এই ; তুই কালা নাকি ? …ভক্তি গুলি কর।

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির হাতের রিভল্‌ভার গর্জ্জন ক'রে উঠল "গুড়ুম"। অন্ধকারের মাঝেও গুলির আগুনে সামানটা যখন মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হ'য়ে উঠল তখন দেখা গেল রিভল্‌ভারের গুলি, সামনের মূর্ত্তিটিকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পর মূহুর্ত্তের ঘটনায় তারা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল। রিভল্‌ভারের গর্জ্জন ও অগ্নিবর্ষন যখন চারিদিকের প্রকৃতিকে সজাগ করে তুলে মিলিয়ে গেল তখন এরা দেখলে সামনের মূর্ত্তিটা পূর্ব্বের মতই আগিয়ে চলেছে।

পাশেই এঁদোসিনী পুকুর। তার কালো জলকে, রাত্রের অন্ধকার আরও কালো করে তুলেছে। মূর্ত্তিটা ধীরে ধীরে জলের দিকে অগ্রসর হ'য়ে জলের পাশেই গিয়ে ব'সলো। ভক্তি ভয়ে বিস্ময়ে রাগে যেন পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছিল। তার চোখ দুটো অন্ধকারের মাঝেও জ্বলে উঠল, রাত্রির অন্ধকারে বিড়াল শিকারির চোখ যেমন করে জ্বলে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভার আবার গর্জ্জন করে উঠল, "গুড়ুম।" পাশাপাশি ঝোপ, ঝাড় ও গাছপালার মধ্যে সুপ্তিমগ্ন পাখীগুলি চকিত হ'য়ে উঠে ঝটপট শব্দ করে পাখা নাড়তে সুরু ক'রল।

ক্ষণেকের জন্য রিভলভারের গর্জ্জন, চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলল, তারপর আবার নিস্তব্ধতা। অন্ধকার যেন গাঢ়তর মনে হ'তে লাগল। এতক্ষণ ভক্তি টর্চ্চ জ্বালাবার কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন সে একটু শান্ত স্বরেই ব'লল, "টর্চ্চটা দেখবার জন্য আনা হয় নি, এতক্ষণ অন্ধকারের মাঝেই হাতড়েছি, আলোর কাছে যিনিই হন, তাকে হার মানতেই হবে, দেবী ; টর্চ্চ জ্বালো।

টর্চ্চ জ্বলে উঠতেই, টর্চ্চের আলো গিয়ে মূর্ত্তির উপর পড়ল ক্ষণেকের জন্য। কিন্তু পরক্ষণেই এঁদোসিনীর জলকে তোলপাড় করে মূর্ত্তি ঝাপিয়ে পড়ল এঁদোসিনীর জলে। ঢেউগুলি এসে আঘাত ক'রতে লাগল পুকুরের ধারে।

ভৌতিক কাণ্ড! ভয় নাই।

পুকুরের ওপাশের ঘন পাতা ঘেরা গাছটায় অন্ধকারের মধ্যেও কতকগুলি সাদা মূর্ত্তি দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে মূর্ত্তিগুলা ঝটপটও ক'রছিল। এরা টর্চ্চের আলো গাছটার ওপরে ফেলতেই মূর্ত্তিগুলো হয়ত বা আলোর কাছ থেকে আত্মগোপন ক'রবার চেষ্টায় অতিমাত্রায় ঝট্‌পট্‌ শব্দ করতে সুরু ক'রল।

ভক্তি সুকুমারের দিকে ফিরে ব'লল, "এতদিন যে কথা অবিশ্বাস দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, আজ তাকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবুও এখনো এ রহস্যের দ্বার আমি উদ্‌ঘাটন করতে পারি নি আর ভূত প্রেতের অস্তিত্ব বিষয়ে এখনও আমি সম্পুর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না।"

বিনয় ব'লে উঠল, "ভক্তি এতেও যদি ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকে, তবে আমার বিশ্বাস, সে সন্দেহের সঠিক খবর, তুমি কোন দিনই পেতে পারবে না।

ভক্তি ব'লল, "কেন পারবোনা বিনয়?...সুকুমারদের খামার বাড়ীর ভৌতিক রহস্যই আমার সন্দেহ দূর করে দিতে সক্ষম হবে, আমার মন যেন আমায় তাই ব'লছে। এখন চল সুকুমারদের বাড়ী যাওয়া যাক।

সুকুমারদের বাড়ী ফিরে এরা দেখল সুকুমারের মা, বাবা, অমলা, প্রদ্যোৎ প্রভৃতি এমন কি বাড়ীর চাকর পর্য্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে তাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষা ক'রছে। এদের ফিরে পেয়ে এঁরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

সুকুমারের বাবা ভক্তির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বাবা, বিশ্বাস হয়েছে কি ভূত বলে কোন জিনিষ আছে।"

ভক্তি ব'লল, "এখনও সম্পুর্ণ বিশ্বাস হয় নি, খামার বাড়ীতেই বিশ্বাস হবে বলেই আশা করি।"

মনের মধ্যে কত আশা নিয়েই যে ভদ্রলোক ভক্তিকে ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, তা তিনিই জানেন। তিনি ভেবেছিলেন ভূতুড়ে এঁদোসিনীর ভৌতিক কাণ্ডই এদের খামার বাড়ীতে রাত্রিবাস থেকে নিরস্ত ক'রবে। কিন্তু ভক্তির উত্তরে, তাঁর সে আশা তাসের বাড়ীর মত নাড়া পেয়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল।

আহার শেষ ক'রে এরা খামার বাড়ীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তারপর তারা যখন সুকুমারের মা বাবাকে প্রণাম ক'রল, তখন মনে হ'চ্ছিল সে যেন তাদের সুদূর প্রবাস যাত্রার পূর্ব্বে বিদায় গ্রহণ।

যখন দেবী, ভক্তি, বিনয়, দিলীপ আর সুকুমার খামার বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলতে সুরু করল, তাদের রিভলভার, টর্চ্চ, ও একটা লণ্ঠন হাতে, তখন সুকুমারের বাবা এদের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও তাঁদের প্রৌঢ় ভৃত্য হারানিধিকে এদের সঙ্গে দিলেন। হারানিধি তার সাধের হুঁকোটি হাতে নিয়ে এদের সঙ্গে রওনা হ'ল।

খামার বাড়ীর একটা ঘর দুপুর বেলাতেই পরিস্কার করান হ'য়েছিল এবং বিছানাও করা হ'য়েছিল।

এই ঘরটার দুই পাশে আরও কতকগুলো ঘর। ইটগুলি সব বেরিয়ে পড়েছে। কোনটার আবার দরজা খোলা, ভেতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। খামারে অনেক বড় বড় গাছ, একটা কুয়ো, এ পাশে একটা ঘর ; সুকুমার ব'লল, "আগে ওটা রান্নাঘর রূপে ব্যবহৃত হ'ত।

এদের মধ্যে কারও কারও খুবই ভয় হ'য়েছিল। হারানিধি ত' বাক্যব্যয় না ক'রে এক পাশে একটা চটের ওপর আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়ল। দরজা

জানালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল ওপরের খুপরি দিয়ে বাতাস আসবার ব্যবস্থা ছিল। মশার উপদ্রবে এদের ঘুম আসছিল না। রাতও তখন এগারোটা কি বারোটা হবে। এরা বাধ্য হ'য়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে এদের মুখও ভয়ের অন্ধকারে কালো হ'য়ে উঠলো।

ভক্তি ব'লল কি হে, আমি গান গাই, তোমরা শোনো……

"…তোমার কীর্ত্তি মাঝে হরি,
হেরিতে যে নিতি পাই তোমার…"

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের হাড় চিবোনোর মত কট্ কট্ শব্দে ভক্তির গান ডুবে গেল। ভক্তি ব'লল, "তোমাদের ভয় নেই আমি দেখছি।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টর্চ্চ জ্বলে উঠল।

"মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর।"

সুকুমার আস্তে উঠে গিয়ে চাকর হারানিধির গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকলো, "হারানিধি।" হারানিধি গায়ের ঢাকাটা আর একটু ভাল ক'রে টেনে দিয়ে কেবল শব্দ করতে লাগল "হুঁ-হুঁ-হুঁ···সব শুনেছি বাবু।"

ভক্তি বিরক্ত হ'য়ে উঠে প'ড়ল তারপর ব'লল, "হারানিধি, ঘরের ভেতরটা ভাল ক'রে না দেখেই হয়ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আর কুকুরটা যে ঘরের ভেতর হাড় চিবোচ্ছে সেটা তার লক্ষ্য নেই।

ঘরের চারিদিকটা তন্ন তন্ন ক'রে খোজার পরও কিন্তু কুকুর কিম্বা ঐ রকম শব্দ হবার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

হারানিধিও ততক্ষণে ঘুম থেকে বিছানা ছেড়ে উঠেছে এই দেখে যে গুণধর বাবুরা তাকে একলা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফেলে বাইরে ভূতের সন্ধানে যাচ্ছেন। ভয়ে তখন হারানিধির সমস্ত শরীর কাঁপছে।

বিনয়ের হাতে ছিল টর্চ্চটা। এরা যখন পূব দিকের ঘরগুলায় ঢুকে ঢুকে শব্দ হবার কারণ কিম্বা প্রেতের সন্ধান করছে সে তখন যে কোন সময়ে পশ্চিমের একটা পোড়ো ঘরে ভূতের সন্ধানে ঢুকেছে কেউ তা জানে না।

এদের সকলের পশ্চিমের ছাদবিহীন ঘরটার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল বিনয়ের আর্ত্তনাদে। এরা সেই দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। একটা প্রকাণ্ড কালো মূর্ত্তি, একটা সাদা কাপড় পরে ঘরটায় দুপাশের দেওয়ালে দুটো পা দিয়ে দাঁড়িয়ে নীচু হ'য়ে একটা মানুষকে তুলে নিচ্ছে। মূর্ত্তির হাতের মনুষ্য মূর্ত্তি (অর্থাৎ বিনয় নিশ্চয়ই) আর্ত্তনাদ ক'রছে, "ভক্তি, দেবী আমায় রক্ষা কর।"

তারপর মূর্ত্তি ধীরে ধীরে যখন মিলিয়ে যাচ্ছে বিনয়ের আর্ত্তনাদ তখন হ'য়ে আসছে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর তখন ভক্তি রিভলভার সেইদিকে লক্ষ্য ক'রে রিভলভারের ঘোড়া টিপলো...শব্দ হ'ল গুড়ুম, আগুণ ছুটে বেরিয়ে গেল রিভলভারের মুখ থেকে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভক্তিরা দেখল মূর্ত্তি মিলিয়ে গেছে।

এদিকে রিভলভারের আওয়াজ, নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে চকিত ক'রে তুলেছে। সেই আওয়াজ স্বকুমারের বাবা, মা, অমলা প্রভৃতির কানে গিয়েও আঘাত ক'রেছিল, তাই

তাঁরা সকলে আলো নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খামার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। সমস্ত কাহিনী শুনে এঁরা ভক্তি-দের ওপর হয়ত মনে মনে রাগ ক'রলেন ; কিন্তু মুখে কিছুই ব'ললেন না সে বিষয়ে। পরিবর্ত্তে ব'ললেন, "চল খুঁজে দেখা যাক কোথায় সে আছে, আজকালকার ছেলে, তোমরা ত' কিছুই মানবে না ; ভগবানেরই অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক্ সময় তোমরা সন্দিহান হও, এখন বিশ্বাস হ'ল কি না।"

খামার বাড়ীর চারিদিকে আলো নিয়ে অনেক খোঁজা হ'ল কিন্তু বিনয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

এদিকে প্রেত মূর্ত্তির হাত থেকে শূন্যের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে বিনয় দেখতে লাগল, মূর্ত্তিটা তাকে নিয়ে সুকুমারদের খামার বাড়ী পার হ'য়ে, তাদের পরিচিত এ দোসিনীর রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছে।

জীবনের এই কি শেষ ?

প্রেতমূর্ত্তি বিনয়কে ধ'রে এনে এঁদোসিনীর তেঁতুল গাছের ওপর বসাল। তারপর ওপর থেকে গাছের গুঁড়িটার গহ্বরের মধ্যে বিনয়কে ফেলে দিল। গাছের গহ্বরের দুপাশে আঘাত পেতে পেতে বিনয় যখন শেষ সীমায় পৌঁছালো, তখন আর তার জ্ঞান নেই। হাতের টর্চ্চটার কাচ ভাঙ্গা অবস্থায় তারই পাশে পোড়ে। কে তার উদ্ধার ক'রবে সেই গহ্বর থেকে, কেউ ত' তার সন্ধান জানে না!

বিনয় জ্ঞানহীন অবস্থায় গহ্বরের মধ্যে পড়ে রইল আত্মবিস্মৃত হ'য়ে। যখন তার জ্ঞান হ'ল তখন তার শরীরে অসহ্য বেদনা। শরীরের অনেক স্থান কেটে গেছে। কপাল ফুলে উঠেছে গহ্বরের গায়ে আঘাত লেগে। সে একবার ওপরের দিকে চাইল। অনেক উঁচুতে গাছের গহ্বরের শেষ, তারও ওপরে তেঁতুল গাছের ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় মুক্ত আকাশ। সে স্মরণ নিল শক্তিময়ী শক্তির। বিপদের মধ্যে জেগে উঠল তার কাব্য প্রতিভা। সে কবিতা আওড়াতে লাগল······

"তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
পূজিয়াছি চিরকাল দীন নত শিরে,
পরিবর্ত্তে তার শুধু শক্তি দাও মাতা···।

······তার বিবেক যেন তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠলো, "কাপুরুষ"!···মহারাণা প্রতাপের দেশে তোমার জন্ম, তোমার কাপুরুষতা শোভা পায় না।"

ধীরে, বিনয় উঠে দাঁড়াল, নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখল, তার টর্চ্চটা কাচ ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, মাত্র একখানা ছুরি। ওপরের দিকে চেয়ে দেখল আকাশের গায় প্রভাতের সোনালী রং। সে ছুরি দিয়ে গহ্বরের গায়ে গর্ত্ত ক'রতে সুরু ক'রল। যেমন এক একটা গর্ত্ত পা রাখবার উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে, অমনি বিনয় সেই গর্ত্তে পা দিয়ে অপর দিকের দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। ক্ষুধায় তার পেটের নাড়ীভুড়ি পর্য্যন্ত হজম হ'য়ে যাচ্ছিল আর এদিকে ক্লান্তি। বিনয় গহ্বরের শেষ সীমায় নেমে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল সে শুনতে পেল পাখীরা বাইরে শব্দ ক'রতে ক'রতে বাড়ী ফিরছে আর গহ্বরের ভেতরটাও ক্রমশঃ অন্ধকার হ'য়ে আসছে। বিনয় তার আগেকার

তৈরী গর্ত্তে পা দিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে গর্ত্ত ক'রতে সুরু ক'রল, ছুরি দিয়ে গহ্বরের গায়ে। এই রকম ভাবে গহ্বরের শেষ সীমায় পৌঁছে সে দেখল তেঁতুল গাছটা সাদা কালো মূর্ত্তিতে ছেয়ে আছে। সে সেইখানে গহ্বরের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। পা টলে আসে তথাপি সে মনকে প্রবোধ দেয়, "যদি বাঁচতে চাও, আর একটু শক্তি ধর।"

রাত তখন কত হবে কে জানে, বাইরে জমাট অন্ধকার। বিনয় ওপরের দিকে চেয়ে দেখল, একটা মূর্ত্তিও গাছে নেই। সে ধীরে ধীরে গহ্বর থেকে বেরিয়ে গুঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে প'ড়ল তারপর এঁদোপিনীকে পিছনে ফেলে, কাঁটা ঝোপ ইত্যাদি অগ্রাহ্য ক'রে সে গিয়ে পৌঁছালো সুকুমারদের বাড়ীর সদর দরজায়। দু'বার ডেকেও সে কোন সাড়া পেল না, কেননা সদর দরজা থেকে সুকুমার-দের বাড়ীর ভেতরটা অনেক দূর। এদিকে বিনয় অদৃশ্য হওয়ার পর থেকে এরা আহার নিদ্রা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, সেই গভীর রাত্রেও তারা আলোচনা করছিল বিনয়ের কথা। বিনয় প্রাচীর টপকে ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাকল, "ভক্তি, দেবী আমি ফিরে এসেছি।" প্রথমটা ভক্তিরা ভেবেছিল জেগে

জেগে তারা স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু দরজা খুলে বিনয়কে সামনে দেখে এরা আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠল।

বিনয়ের কাছে যখন তারা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বিবরণ শুনতে চাইল, তখন সে ব'লল, "ভাই খেতে খেতে সব ব'লছি।"

বিনয় যখন তার সমস্ত কাহিনী বিবৃত ক'রলো, তখন এদের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না, ভয়ে আর বিস্ময়ে।

ভক্তি এর পর ধীর স্বরে ব'লল, বিনয়, আমরা মানকর ষ্টেশন থেকে "বাড়ী ফিরছি" ব'লে যে টেলিগ্রাম ক'রে ছিলাম তা পৌঁছাবার পরও আমরা না ফেরাতে তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছেন। আজকের কাগজে আমাদের ফিরে যেতে অনুরোধ ক'রে তাঁরা এক চিঠি লিখেছেন; সেই জন্য আমরা ফিরে যেতে চাই। যাবার পথে অমলাদের গ্রামে কিছুক্ষণের জন্য অতিথি হ'য়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো। তোমার কি মত?"

অমলা ব'লে উঠল, "তা নয়ত কি, কিছুক্ষণের জন্য না ভক্তিদা, সে হবে না, আর আজকের কাগজে বাবা যে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার আমার উদ্ধার কর্ত্তাকে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন তা আপনাদেরই প্রাপ্য।"

এদের প্রত্যেকের চোখে মুক্তার মত অশ্রু দেখা দিল, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভক্তি ব'লল, "অমলা ভুল বুঝোনা বোন। পুরস্কারের লোভে কখন কেউ নিজের বোনকে রক্ষা করে না। আজ বিদায়ের দিনে তোমায় জানিয়ে দিয়ে যাই আমার পরিচয়। তুমি আমার কে হও জানো ? আমার নিজের মামার মেয়ে……সেই ছোট বেলায় দেখা অমলা, আর আজ তুমি বড় হ'লেও ভক্তির চোখ তা এড়ায় না।"

সবাই অবাক হ'য়ে বলে উঠল, "তাই নাকি ?" অমলা চেয়ে রইল দাদার মুখের পানে।

'ফিরে চল আপন ঘরে।'

রাত্রি তিনটার ট্রেনে এরা ফিরে যাবে। সুকুমারের বাবা ও মাকে যখন তারা প্রণাম ক'রতে লাগল একে একে. রওনা হবার আগে, তাঁরা তাদের ব'ললেন, "তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দীর্ঘায়ু হও। এমনি ক'রে মৃত্যুকে উপহাস ক'রে তোমরা চলতে থাকো জীবনের পথে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য…তোমাদের চলার পথের আদর্শ

রেখে দিয়ে যাও, বাঙ্গালীর ছেলেদের বুকের ওপর—তোমাদের মৃত্যুকে জয় করা অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে—"মৃত্যু-জয়ী" বাঙ্গালী বালকগণ, তোমাদিগকে আমরা এই আশীর্ব্বাদ করি।"

ভক্তি, দেবী, বিনয়, দিলীপ, প্রদ্যোৎ আর অমলা রওনা হ'ল ষ্টেশনের পথে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। ঐ কালো অন্ধকারের আবরণের মধ্যে তারা খুঁজতে লাগলো কোন নূতন অ্যাডভেঞ্চারের আবির্ভাব। ভগবান তাদের এনেছিলেন জগতের মধ্যে শুধু অ্যাড্‌ভেঞ্চার ক'রতে, তাই তারা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নূতন সূচনা পেয়েছিল।—ভোরের কোকিল ডেকে উঠে ভগবানের কাছে হয়ত এদের হ'য়ে প্রণতি জানালো—"কুহু—কুহু।"

সমাপ্ত